শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় এক একটি যুগ খুব সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল। এস্কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস একই যুগে তাদের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সেক্সপিয়ার যখন তার সাহিত্য সৃষ্টি করেন সঙ্গে ছিলেন মার্লো ও জনসন। ইতালির রেনেশাঁসের যুগে সেরা যুগ হল লিওনার্ডো, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো, জর্জিনো ও তিসিয়ানের। এজন্য ঐতিহাসিকরা সৃষ্টিশীল যুগের (creative epoch) কথা বলেছেন। সৃষ্টিশীল যুগের কথা বলতে গিয়ে তারা বলছেন যে শুধু ব্যক্তি সৃষ্টিশীল যুগ তৈরি করেন না, সামাজিক শক্তি হল এগুলির উৎস (demand a social explanation)। মানুষের সৃষ্টিশীলতা ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছে। রেনেশাঁসের সময় থেকে রেনেশাঁসের সামাজিক ব্যাখ্যা খোঁজার কাজ চলেছে। লিওনার্দো ব্রুনি মনে করেন রাজনৈতিক পটভূমি হল সৃষ্টিশীলতার আসল উৎস (Politics was the key)। তাসিতুসের মত তিনি বিশ্বাস করেন যে রোমান প্রজাতন্ত্রের শেষ হল রোমান সংস্কৃতিরও শেষ। মেকিয়াভেলি মনে করেন যে সামরিক জয়ের পর শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হয় (Letters flourish in a society after arms)। তিনি এর মধ্যে কোন ছন্দ লক্ষ্য করেননি, শুধু বর্ণনা দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন।

ভাসারি প্রকৃতি ও ব্যক্তির সৃজনশীলতার ওপর জোর দেন। শিল্পীর জীবনী ব্যাখ্যা করে তিনি শিল্পের বিকাশ বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ফ্লোরেন্সের শিল্পের যে এত উন্নতি হল তার কারণ হল তিনটি। এখানে স্বাধীনতা ছিল, জীবন সংগ্রাম ছিল এবং সম্মান ও গৌরবের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল। ফ্লোরেন্সের সাফল্যের তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পঠন-পাঠনের ওপর জোর পড়েছিল। ভলতেয়ার ও হার্ডার সামরিক ইতিহাস ছেড়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ওপর জোর দেন। ভলতেয়ারের কাছে ইতিহাস হল সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চারটি পর্বের কথা তিনি বলেছিলেন—পোরিক্লিসের এথেন্স, সিজার ও অগষ্টাসের রোম, মেদিচিযুগে ইতালি এবং চতুর্দশ লুইয়ের যুগে ফ্রান্স। অষ্টাদশ শতকে পালিটিক্যাল ইকোনমির যুগে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলা হয়। অষ্টাদশ শতকে ধরে নেওয়া হয় বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক আছে। এ্যাডাম ফার্গুসন লিখেছিলেন সম্পন্ন দেশগুলিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে থাকে। ইতালির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে বলে ভলতেয়ার স্বীকার করেন (Prosperity made its contribution)। এ্যাডাম স্মিথ এই ধারণাকে প্রসারিত করেন। ইতালির নগরগুলির সমৃদ্ধির জন্য সেখানে রেনেশাঁস সম্ভব হয়েছে। জার্মানির হানস্ শহর ও নেদারল্যান্ডের শহরগুলিতে একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। জন মিলার জানিয়েছেন শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

স্কটল্যান্ডে সংস্কৃতির সামাজিক ব্যাখ্যা এগিয়েছে। এ্যাডাম স্মিথ এই ধারার উন্নতি

ঘটিয়েছিলেন। ফ্রান্স ও স্কটল্যান্ড থেকে যে মডেলটি গড়ে উঠেছিল তাকে বলা হয়েছে সংস্কৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জার্মানিতে জে. জে. উইনকেলম্যান (J. J. Winckelmann) অরগানিক মডেলের সূচনা করেন। তিনি সামাজিক পটভূমিকায় ইতিহাস লিখলেন। গ্যেটে তাকে বলেছিলেন 'নতুন কলম্বাস'। হার্ডার তাকে অনুসরণ করেন। তিনি সমাজ ও শিল্পকে সামগ্রিকভাবে দেখেছিলেন (he saw art and society as parts of the same whole)। হেগেল তার *ফিলসফি অব হিস্ট্রিতে* সমাজের অরগানিক ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছেন (organic unity of society)। রাজনীতি, আইন, ধর্ম, শিল্প সবই হল যুগধর্মের প্রতিফলন (spirit of the age)। সুইস ঐতিহাসিক সিরমন্ডি মনে করেন যে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র হল ইতালির রেনেশাঁসের স্রষ্টা। উনিশ শতকে ইতালির বেনেশাঁসের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকার হলেন বুর্খার্ট (Burckhardt)। তিনি রেনেশাঁসে দেখেছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ। ইতালির সম্পদ ও স্বাধীনতা হল শিল্প বিকাশের কারণ (the matrix of the Renaissance was the wealth and freedom of the towns in medieval Italy)। তিনি সংস্কৃতির সঙ্গে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন।

রেনেশাঁস সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় বুর্খার্টের উত্তরসূরিরা হলেন হাইনরিখ উলফিন ও এ্যারি ওয়ারবার্গ। এরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক দেখিয়েছেন, ইতালির রেনেশাঁস আলোচনা করেছেন। উলফিন বুর্খার্টের মত সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিকে দেখেছেন (in seeing a period as a whole)। তিনি শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ্যারি ওয়ারবার্গ মনে করেন শিল্পের ইতিহাস সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তিনি শিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কার্ল মার্কস রেনেশাঁসের আলোচনা করেছেন এবং তাঁর আলোচনা অবশ্যই বস্তুতান্ত্রিক। তাঁর মতে শিল্প ও সংস্কৃতি হল সুপারস্ট্রাকচার, আর্থ-সামাজিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সঙ্গে তার যোগ আছে। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রিক হল শিল্প ও সংস্কৃতি। আলফ্রেড ডোরেন মার্কসকে অনুসরণ করে শিল্পের ব্যাখা দেন। তার মতে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ফ্লোরেন্সে আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। আলফ্রেড ভন মার্টিন ও ফ্রেডারিক অন্তাল (Antal) ডোরেনকে অনুসরণ করে রেনেশাঁসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা দেন। ইতালিতে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছিল, শিল্প পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছিল। মার্টিন বলেছেন যে বিশ্ববীক্ষা ও সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটেছিল। পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তাদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছিল। অন্তালও রেনেশাঁসের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদের প্রয়োগ করেছেন। তাদের পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে কারণ পঞ্চদশ শতকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা অনেকে মানতে চান না।

ই. এইচ. গমব্রিচ রেনেশাঁসের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আগ্রহী সমাজ বিজ্ঞানীদের দুভাগে ভাগ করেছেন—ম্যাক্রো-সোসিওলজিক্যাল ও মাইক্রো-সোসিওলজিক্যাল। মার্টিন, হসার (Hauser) ও অন্যান্যরা ম্যাক্রো পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মার্টিন ওয়াকারনাগেল (Wackernagel) ও অন্যান্যরা শিল্প, শিল্পকারখানা, শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ, বাজার ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছেন। এদের বলা হয় মাইক্রো পদ্ধতির অনুসরণকারী। গমব্রিচ ও রুডলফ হুইটকোবার এই ভাবে শিল্পের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে দুই গোষ্ঠিই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ওপর জোর দিয়েছেন। ম্যাক্রো পদ্ধতিতে লক্ষ্য হল সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান, মাধ্যম হল

শিল্প (social history as reflected in art)। মাইক্রো পদ্ধতিতে শিল্প নিজেই একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় (art as an institution), রবার্ট লোপেজ রেনেশাঁসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইতালির অর্থনীতিতে মন্দা ছিল, ইতালির পুঁজিপতিরা শিল্পদ্রব্যে লগ্নি করেছিল। হান্‌স ব্যারন বলেছেন যে রেনেশাঁস হল একটি সামগ্রিক ধারণা এবং রাজনৈতিক কারণে রেনেশাঁসের উদ্ভব হয়, নতুন আদর্শের জন্ম হয়। তিনি ইতালির জনগণের চেতনার ওপর জোর দিয়ে রেনেশাঁসের ব্যাখ্যা করেছেন। লোপেজ ও ব্যারন রেনেশাঁসের ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রেনেশাঁসের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দুটি পদ্ধতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এদের দুর্বলতা আছে। ম্যাক্রো পদ্ধতির দুর্বলতা হল তথ্য কম, ব্যাখ্যা বেশি, কাঠামোটিও অনড়। একই যুক্তি বারবার ফিরে আসে (too much interpretation to two few facts, two rigid a frame work, and consequently the danger of circularity)। এই পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয় শিল্পীরা হল সামাজিক অবস্থার অবদান। মাইক্রো পদ্ধতির ত্রুটি হল এখানে তথ্য বেশি, ব্যাখ্যা কম, একই যুক্তি ঘুরে আসে না, কিন্তু অসঙ্গতি দেখা যায় (here there are too many facts and too little interpretation, not circularity but incoherence)। প্রথমটি হল গ্রান্ড থিয়োরি, দ্বিতীয়টি হল তথ্যের ওপর মনোলোকের প্রতিফলন (abstracted empiricism)। এই অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্তির উপায় হল সব পদ্ধতিগুলিকে নিয়ে একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ (pluralistic approach)। এই সমন্বিত পদ্ধতি (synthesis) রেনেশাঁসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হলে তার সামগ্রিক জীবন্ত রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। আংশিক ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না।